[২০১৮] ১২ এস. সি. আর. ১৪৩
পি. রাধা বাই এবং অন্যান্যরা
বনাম
পি. অশোক কুমার এবং আরেকজন
(২০১৩ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৭৭১০-৭৭১৩)
সেপ্টেম্বর ২৬,২০১৮
[আই . এন. ভি. রমনা এবং এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতিদ্বয়]

সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩- ধারা ১৭ - প্রয়োগ - ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩৪(৩) এর অধীনে সীমা নির্ধারণের সময় বাদ দেওয়া হলে - আপিলকারী এবং বিবাদীদের মধ্যে তাদের পূর্বসূরীর স্বার্থে রেখে যাওয়া সম্পত্তির বিভাজন নিয়ে বিরোধ - সালিশ - সালিশী রায় - এরপর, আপিলকারীরা, অভিযোগ করা হয়েছে যে, অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে, বিবাদীদের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (এম অ ইউ) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে উত্তরদাতা নং ১-কে কিছু অতিরিক্ত সম্পত্তি প্রদানের বিষয়ে সম্মত হন - উপহার দলিল এবং মুক্তি দলিল সম্পাদনের জন্য সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) বিবেচনা করা হয়েছে উত্তরদাতা নং ১ এর পক্ষে আপিলকারীদের দ্বারা - তবে, আপিলকারীরা ডিড কার্যকর করতে বিলম্ব করেছিলেন এবং ইতিমধ্যে, ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩৪(৩) এর অধীনে রায়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় - আবেদনকারীরা ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪(৩) ধারা অনুযায়ী আবেদন দাখিল করেছেন, যার সাথে তাদের উপর জালিয়াতির অভিযোগের কারণে বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আবেদনও রয়েছে- বিলম্ব ক্ষমার আবেদন খারিজ - বিবাদীদের দায়ের করা রিভিশন পিটিশনে, হাইকোর্ট ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার সীমানা আইনের ধারা ১৭ এর প্রযোজ্যতা সম্পর্কে মামলাটি বিচারিক আদালতে ফেরত পাঠায় -সিদ্ধান্ত: একবার পক্ষটি পুরষ্কারটি পেয়ে গেলে, ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩৪(৩) এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয় - সীমা আইনের ধারা ১৭ এই ধরনের আপত্তিকারী পক্ষের উদ্ধারে আসবে না - বর্তমান মামলায়, বিবাদীদের ধারা ৩৪ এর অধীনে পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্তেইবিরোধিতা করার অধিকার ছিল - উত্তরদাতারা ২১.০২.২০১০ তারিখে পুরষ্কার পেয়েছেন - উত্তরদাতারা পুরস্কার পাওয়ার পর, ধারা ৩৪(৩) এর অধীনে সময় শুরু হয় - শুধুমাত্র আপিলকারীরা কিছু জালিয়াতি করেছেন বলেই, ধারা ৩৪ আবেদন দাখিলের অধিকারী তথ্য যদি তাদের জ্ঞানের মধ্যে থাকে, তাহলে এটি বিবাদীদের 'রোয়েডকেবিরোধিতা করার অধিকারকে প্রভাবিত করবে না - হাইকোর্টের রায় বাতিল করে - ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা উত্তরদাতাদের উপর বাধ্যতামূলক ছিল - আপত্তি দাখিলের বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আদেশ বাতিল করা হয়েছে -

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ২৯ , ৩৩, ৩৪(৩) এবং ৩৬।

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ২৯ - এর তাৎপর্য - আলোচনা করা হয়েছে.

শব্দ ও বাক্যাংশ - "সীমাবদ্ধতার সময়কাল চালু হবে না", "করা যাবে না", "সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭ এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩৪(৩) এবং ২৯(২) এর প্রেক্ষাপটে" "স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া" - এর অর্থ - সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ - ধারা ১৭ - সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ৩৪(৩) এবং ২৯(২) ।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করা হয়েছেঃ ১.১ ধারা ২৯(২), সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ দুটি অংশে বিভক্ত । এটি "এবং" উক্ত বিধান থেকে স্পষ্ট। প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে বিশেষ আইন বা স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সময়সীমা সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সময়ের উপর প্রাধান্য পাবে। এই ক্ষেত্রে, সালিশ আইন একটি "বিশেষ আইন" যা ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে পাস হওয়া সালিসী রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করার জন্য ধারা ৩৪ (৩)-এ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে এবং ফলস্বরূপ ১৯৯৬ সালের আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ হবেঃ সালিশ আইনের অধীনে পাস হওয়া একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে কোনও বিধান নেই। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে সীমাবদ্ধতা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারা সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য হবে "শুধুমাত্র যতদূর পর্যন্ত, এবং যতদূর পর্যন্ত তারা এই জাতীয় বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয় না।" সুতরাং সীমাবদ্ধতা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারার প্রয়োগের পরিমাণ কেবল মধ্যস্থতা আইনের অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য হবে যদি সেগুলি সালিশ আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া না হয়।[অনুচ্ছেদ ২০, ২১ এবং ২২][১৫৭ – এ – ডি]

১.২ ধারা ১৭, সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাড়ায় না বা ভঙ্গ করে না। এটি কেবল সীমাবদ্ধতার সময়কালের সূচনা স্থগিত বা বিলম্বিত করে। এটি জি বাক্যাংশ থেকে স্পষ্ট হয় "সীমাবদ্ধতার সময়কাল চলতে শুরু করবে না"।[অনুচ্ছেদ ৩২][১৬০ – জি]

১.৩ ধারা ৩৪ (৩)-এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ

(ক) সালিশি আইনের প্রথম অংশের অধীনে প্রদত্ত কোনও রায়কে বিরোধিতা করার জন্য ধারা ৩৪ হল একমাত্র প্রতিকার। ধারা ৩৪(৩) হল

একটি সীমাবদ্ধতা বিধান, যা প্রতিকার বিধানের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। সালিসি আইনের প্রথম অংশের অধীনে প্রদত্ত কোনও পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল চিহ্নিত করার জন্য সীমা আইন বা অন্য কোনও বিধানের দিকে নজর দিতে হবে না।

(খ) ধারা ৩৪ (৩)-এ সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু করার সময়সীমাও দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে সময় থেকে কোনও আবেদনকারী পক্ষ "সালিসী পুরস্কার পেয়েছিল" বা ধারা ৩৩-এর অধীনে কোনও অনুরোধ নিষ্পত্তি করে পুরস্কারের সংশোধন ও ব্যাখ্যার জন্য।

(গ) ধারা ৩৪ (৩) ধারা ৩৩-এর অধীনে পুরস্কার প্রাপ্তির তারিখ বা অনুরোধ নিষ্পত্তির তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে কোনও পুরস্কার বাতিল করার জন্য আবেদন দায়ের করা নিষিদ্ধ করে। ধারা ৩৪ (৩)-এ "তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও আলাদা রাখার জন্য আবেদন করা যাবে না" বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে। "করা যাবে না" বাক্যাংশটি ইউএনসিআইটিআরএল মডেল আইন থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এর অর্থ "করা যাবে না" বলে বোঝা গেছে।

(ঘ) ধারা ৩৪ (৩)-এর সীমাবদ্ধতার বিধানে বিলম্বের ক্ষমা করারও বিধান রয়েছে। সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫-এর বিপরীতে, পর্যাপ্ত কারণ দেখানোর জন্য কেবল ৩০ দিনের জন্য বিলম্বকে ক্ষমা করা যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ "কিন্তু তার পরে নয়" একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য একটি বাহ্যিক সীমানা সময় নির্ধারণের আইনি অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

(ঙ) সালিসী রায়কেবিরোধিতা করার সময়সীমা বা বর্ধিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে, সালিসি আইনের ৩৬ ধারার অধীনে রায় কার্যকর করার সময়সীমা শুরু হয়। "যেখানে ৩৪ ধারার অধীনে সালিসি রায় বাতিল করার আবেদন করার সময় শেষ হয়ে গেছে" এই বাক্যাংশটি থেকে এটি স্পষ্ট হয়। রায়কেবিরোধিতা করার জন্য ৩৪ (৩) ধারার অধীনে নির্ধারিত সময়কাল এবং ৩৬ ধারার অধীনে রায় কার্যকর করার জন্য প্রয়োগের সময়কালের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে।

১.৪ যদি ৩৪ (৩) ধারার অধীনে সীমাবদ্ধতা সময়কাল নির্ধারণের জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারা প্রয়োগ করা হয়, তবে এর নিম্নলিখিত পরিণতি হবে-

(ক) ধারা ৩৪ (৩)-এ, গণনা সীমাবদ্ধতার প্রারম্ভিক সময়কাল হল ধারা ৩৩-এর অধীনে পুরস্কার প্রাপ্তির তারিখ বা অনুরোধ নিষ্পত্তির তারিখ (অর্থাৎ সংশোধন/অতিরিক্ত পুরস্কার)। ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল গণনা করার জন্য যদি ধারা ১৭ প্রয়োগ করা হয়, তবে সীমাবদ্ধতার প্রারম্ভিক সময়কাল হবে অভিযুক্ত জালিয়াতি বা ভুল আবিষ্কারের তারিখ। ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে সীমাবদ্ধতার প্রারম্ভিক বিন্দুটি থেকে আলাদা হবে।

(খ) ধারা ৩৪ (৩)-এর শর্তাবলী একটি আদালতকে তিন মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার আবেদন গ্রহণ করতে সক্ষম করে, তবে কেবলমাত্র ত্রিশ তারিখের অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে, কিন্তু তার পরে নয়। "" তবে তার পরে নয় "বাক্যাংশের ব্যবহার দেখায় যে ১২০ দিনের সময়কাল একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য বাইরের সীমানা। যদি ধারা ১৭ প্রয়োগ করা হয়, তবে একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য বাইরের সীমানা ১২০ দিনের বাইরে যেতে পারে।" কিন্তু তারপর নয় "বাক্যাংশটিকে অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য হিসাবে অনুবাদ করা হবে। এই আদালত ধারাবাহিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারার বিধানে "কিন্তু তার পরে নয়" শব্দগুলি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির এবং নেতিবাচক ভাষায় যুক্ত, যা সন্দেহের কোনও জায়গা রাখে না।[অনুচ্ছেদ ৩৫][১৬২ – এফ – জি; ১৬৩ – এ – ডি]

১.৫ স্পষ্ট বর্জনটি বিশেষ আইনের ভাষা থেকে অনুমান করা যেতে পারে অথবা বিশেষ আইনের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য থেকে অপরিহার্যভাবে উহ্য করা যেতে পারে। সালিশ আইনের ধারা৩৪(৩) এর ভাষার সাথে উপরোক্ত অসঙ্গতিগুলি সীমা আইনের ধারা ১৭ এর "স্পষ্ট বর্জনের" সমতুল্য। অধিকন্তু, সালিশ আইনের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের দিকে তাকালে ধারা ১৭ এর বর্জনটিও অপরিহার্যভাবে উহ্য হয়।[অনুচ্ছেদ ২৫, ৩৬ এবং ৩৮][১৫৮ – বি – সি ; ১৬৩ ; ১৬৪ – বি]

১.৬ প্রথমত, সালিসি আইনের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া প্রদান করা। বস্তু ও কারণের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, সালিশ আইন প্রণয়নের আইনগত উদ্দেশ্য ছিল পক্ষগুলিকে একটি কার্যকর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রদান করা

যা মামলাকারীদের বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির সুযোগ করে দেয় এবং একই সাথে আদালতের উপর বোঝা কমিয়ে দেয়। অনুচ্ছেদ ৩৪ (৩) এই অভিপ্রায়কে প্রতিফলিত করে যখন এটি একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য শুরু এবং সমাপ্তির সময়কালকে সংজ্ঞায়িত করে। চূড়ান্ততা সালিসি আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি মৌলিক নীতি এবং চূড়ান্ততা নিশ্চিত করার জন্য একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রয়োজন। যদি ধারা ১৭ প্রয়োগ করা হয়, তবে ১২০ দিনের পরেও একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করা যেতে পারে। এটি সালিসি আইনের বিরোধের দ্রুত সমাধানের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করবে। 'পুরষ্কারের চূড়ান্ততাও একটি অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকবে কারণ একটি পক্ষ ১২০ দিনের সময়কালের পরেও একটি পুরষ্কারকেবিরোধিতা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারাকে ৩৪ ধারায় সম্প্রসারণ করা সালিসি আইনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটাবে। ধারা ৩৬ কোনও পক্ষকে ধারা ৩৪-এর অধীনে কোনও রায়কেবিরোধিতা করার সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে রায় প্রয়োগের জন্য আবেদন করতে সক্ষম করে। তবে, যদি ধারা ১৭ ধারাটি ৩৪ ধারায় বাড়ানো হয়, তবে ধারা ৩৬-এ "সালিসি রায়কে

বাদ দেওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ" অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি করবে। এটি সালিসি আইনের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তৃতীয়, ধারা ৩৪ (৩) অবিচ্ছেদ্যতার নীতি প্রতিফলিত করে। সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার সম্প্রসারণ সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত 'টানব্রেকাবিলিটি' নীতির পরিপন্থী হবে।[অনুচ্ছেদ ৩৯ – ৪২][১৬৪ – বি – এইছ ; ১৬৫ – এ – সি]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি ও সমঝোতা ইউএনসিআইটিআরএল মডেল আইন বিচারব্যবস্থায়, ২য় এড.ডঃ পিটার বাইন্ডার দ্বারা-উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৭ ধারা ১৭ শুধুমাত্র আপিলকারীরা জালিয়াতি করেছেন বলেই সীমানা নির্ধারণের সময়কালের সূচনা স্থগিত করে না। ধারা ১৭ সকল ধরণের জালিয়াতি এবং ভুলকে অন্তর্ভুক্ত করে না। ধারা ১৭(১)(খ) এবং (ঘ) কেবলমাত্র সেইসব জালিয়াতিপূর্ণ আচরণ বা নথি গোপন করার কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে যা কোনও পক্ষকে তার আইনি প্রতিকার গ্রহণের অধিকারী করে এমন জ্ঞানকে দমন করার প্রভাব ফেলে। একবার কোনও পক্ষ আইনি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ববর্তী তথ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেলে, সীমানা নির্ধারণের সময়কাল শুরু হয়। ধারা ৩৪ এর প্রেক্ষাপটে, কোনও পক্ষ সীমানা নির্ধারণের সাথে সাথেই সীমানা নির্ধারণের সময়কাল বিরোধিতা করতে পারে।

একবার কোনও সীমানা নির্ধারণের পরে, কোনও পক্ষ সীমানা নির্ধারণের সময়কাল সম্পর্কে অবগত থাকে এবং সীমানা নির্ধারণের সময়কাল শুরু হয়। । তাই আপত্তিকারী পক্ষকে একবার পুরস্কার সম্পর্কে অবগত হলে ধারা ১৭ (১) (খ) এবং (ঘ) আহ্বান করা থেকে বিরত রাখা হয়। ধারা ১৭ (১) (ক) এবং (গ) এমনকি প্রযোজ্য নাও হতে পারে, যদি সেগুলি ধারা ৩৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়, কারণ তারা এমন একটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যেখানে আবেদনটি উত্তরদাতার জালিয়াতির উপর "ভিত্তি করে" বা যদি আবেদনটি "ভুলের পরিণতি থেকে ত্রাণের জন্য" হয়। ধারা ৩৪ আবেদনটি পুরস্কারের উপর ভিত্তি করে এবং উত্তরদাতার জালিয়াতির উপর নয় এবং ভুলের ফলাফলের ত্রাণ চায় না।[অনুচ্ছেদ ৪৪, ৪৭][১৬৫ – ই – জি ; ১৬৬ – ই – এফ]

১.৮ প্রতারণামূলক আচরণ যেখানে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭ আপত্তিকারী পক্ষকে সাহায্য করত সেখানে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে জালিয়াতি হয়েছিল। তবে, এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, ধারা ১৭ অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। যদি পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে জালিয়াতি হয়, তবে ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে পুরস্কার প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা সন্তুষ্ট হয় না। পুরস্কার প্রাপ্তির কোনও প্রাপ্তি অবশ্যই কার্যকর প্রাপ্তি হতে হবে।[অনুচ্ছেদ ৪৮][১৬৬ – জি]

১.৯ একবার পক্ষটি পুরস্কারটি পাওয়ার পরে, সালিসি আইনের ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয়। সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭ এই ধরনের আপত্তিকারী পক্ষের উদ্ধারে আসবে না। বর্তমান ক্ষেত্রে, উত্তরদাতাদের ৩৪ ধারার অধীনে পুরস্কারটি পাওয়ার মুহূর্তেইবিরোধিতা করার অধিকার ছিল। এই ক্ষেত্রে, উত্তরদাতারা ২১.০২.২০১০-এ পুরস্কারটি পেয়েছিলেন। কথিত সমঝোতা স্মারকটি ০৯.০৪.২০১০-এ কার্যকর করা হয়েছিল। একবার উত্তরদাতারা পুরস্কারটি পেয়ে গেলে, ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে সময় শুরু হয় এবং পরবর্তী কোনও অক্ষমতা এমনকি সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭ বা ধারা ৯ অনুযায়ী অপ্রাসঙ্গিক। কেবলমাত্র আবেদনকারী কিছু জালিয়াতি করেছেন বলে, ধারা ৩৪-এর আবেদন দাখিলের অধিকার সম্পর্কিত তথ্য যদি তাদের জ্ঞানের মধ্যে থাকে তবে এটি উত্তরদাতাদের পুরস্কারকেবিরোধিতা করার অধিকারকে প্রভাবিত করবে না। উত্তরদাতারা যে মুহূর্তে পুরস্কার পেয়েছেন, সেই মুহূর্তে ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে নির্ধারিত তিন মাসের সময়কাল শুরু হতে শুরু করে। কোনও পুরস্কারকেবিরোধিতা করে ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদন করা উত্তরদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।অতএব, অর্থপূর্ণ রিমান্ডের কোন অর্থই থাকত না কারণ এখানে বিবাদীদের বিরুদ্ধে আইনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

হাইকোর্টের রায় ও আদেশ আদালত এবং ২৩৬ দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করার আদেশ আপত্তিগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাচরণ শুক্লা বনাম খুবচাঁদ বাঘেল এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১০৯৯: [১৯৬৪] ৬ এসসিআর ১২৯-অনুসরণ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কোং (২০০১) ৮ এস. সি. সি ৪৭০: [২০০১] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬১৯; হুকুমদেব নারায়ণ যাদব ওয়াই. ললিত নারায়ণ মিশ্র (১৯৭৪) ২ এস. সি. সি ১৩৩: [১৯৭৪] ৩ এস. সি. আর ৩১; শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার বনাম হঙ্গো ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড (২০০৯) ৫ এস. সি. সি ৭৯১; হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম হিমাচল টেকনো ইঞ্জিনিয়ার্স এবং আরেকজন (২০১০) ১২ এস. সি. সি ২১০: [২০১০] ৮ এস. সি. আর ১০২৫; অসম আরবান ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যুয়ারেজ বোর্ড বনাম সুভাষ প্রজেক্টস এবং মার্কেটিং লিমিটেড (২০১২) ২ এস. সি. সি ৬২৪: [২০১২] ১ এস. সি. আর ৪০৩; অনিল কুমার জিনাভাই প্যাটেল (ডি) এলআর বনাম প্রবীণচন্দ্র জিনাভাই প্যাটেল এবং অন্যান্যরা (২০১৮) এসসিসি অনলাইন এসসি ২৭৬ ; যশবন্ত দেওরাও দেশমুখ বনাম ওয়ালচাঁদ রামচাঁদ কোঠারি [১৯৫০] এসসিআর ৮৫২; পল্লব শেঠ বনাম কাস্টোডিয়ান, (২০০১) ৭ এসসিসি ৫৪৯: [২০০১] ১ সাপ্লাই। এসসিআর ৩৮৭ – উপর নির্ভরশীল

কন্সোলিডেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ বনাম প্রধান সচিব, সেচ বিভাগ (২০০৮) ৭ এস. সি. সি ১৬৯: [২০০৮] ৫ এস. সি. আর ১১০৮; গোয়া রাজ্য বনাম ওয়েস্টার্ন বিল্ডার্স (২০০৬) ৬ এস. সি. সি ২৩৯: [২০০৬] ৩ সাপ্লি. এস. সি. আর ২৮৮; কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম উজ্জ্বল ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি (২০১১) ১ এস. সি. সি ১১৭; এম. পি. হাউজিং বোর্ড বনাম মোহনলাল এবং কোং (২০১৬) ১৪ এস. সি ১৯৯; ছত্তিশগড় রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (২০১০) ৫ এস. সি. সি ২৩: [২০১০] ৪ এস. সি. আর ৬৮০; গোপাল সর্দার বনাম করুণা সর্দার (২০০৪) ৪ এস. সি. সি. ২৫২: [২০০৪] ২ এস. সি. আর ৮২৬;ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম টেকো ত্রিচি ইঞ্জিনিয়ার্স এবং কন্ট্রাক্টরস (২০০৫) ৪ এসসিসি ২৩৯: [২০০৫] ২ এসসিআর ৯৮৩ – উল্লেখ করা হয়েছে।

এবিসি কো. লিমিটেড বনাম এক্সওয়াইজেড কো. লিড. [২০০৩] এসজিএইচসি ১০৭ (সিঙ্গাপুরের হাইকোর্ট)-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০০১] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬১৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০
[২০০৮] ৫ এস. সি. আর ১১০৮	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০
(২০১১) ১ এস. সি. সি ১১৭	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩
(২০১৬) ১৪ এস. সি. সি ১৯৯	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩
[১৯৬৪] ৬ এস. সি. আর ১২৯	অনুসরণ করেছে	অনুচ্ছেদ ২৬
[১৯৭৪] ৩ এস. সি. আর ৩১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৭
(২০০৯) ৫ এস. সি. সি ৭৯১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৮
[২০১০] ৪ এস. সি. আর ৬৮০	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৯
[২০০৪] ২ এস. সি. আর ৮২৬	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৯
[২০১০] ৮ এস. সি. আর ১০২৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩৫
[২০১২] ১ এস. সি. আর ৪০৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩৫
[১৯৫০] এস. সি. আর ৮৫২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪৫
[২০০১] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৩৮৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪৬
[২০০৫] ২ এস. সি. আর ৯৮৩	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৪৮

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানি আপিল নম্বর ২০১৩ সালের ৭৭১০- ৭৭১৩,

২০১২ সালের ২১৫১,২২৪৬,২৩৮৩ এবং ২৪৫৮ নম্বর দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার পিটিশনে অন্ধ্রপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদের হাইকোর্টের ১৮.০৬.২০১২ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

দেবংশ এ. মোহতা, কুমার পরিমল, নীলকান্ত নায়েক, অনিরুদ্ধ পি. মাই, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবী,

যশরাজ সিং দেওরা, শ্রীমতি আসমিতা সিং (সর্বশ্রী মিত্তার এবং মিত্তার কোং-এর জন্য) উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায়টি প্রদান করএছিলেন

এন. ভি. রমনা, বিচারপতি ২০১২ সালের ২১৫১,২২৪৬,২৩৮৩ এবং ২৪৫৮ নম্বর দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার পিটিশনের রায় এবং আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে এই আপিলগুলি দায়ের করা হয়েছে।

২.১৯৯৬ সালের সালিসি ও সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের বাইরে আপত্তিকারীর (পুরস্কারকেবিরোধিতা করা পক্ষ) উপর কথিত জালিয়াতির কারণে হওয়া বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ ['সীমাবদ্ধতা আইন']-এর ধারা ১৭-এর প্রয়োগযোগ্যতা অনুমান করে আবেদনের এই ব্যাচে আইনের একটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ['সালিসি আইন']

৩. যে তথ্যগুলি এই প্রশ্নের জন্ম দেয় তা একটি সংকীর্ণ কম্পাসের মধ্যে পড়ে। মূলত একজন মিঃ পি কিষাণ লাল ব্যবসা চালিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকটি সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে, মিঃ পি কিষাণ লাল আটজন (৮) আইনী উত্তরাধিকারী (আপিল নম্বর ১ থেকে ৬ এবং উত্তরদাতা নম্বর ১ এবং ২) দ্বারা বেঁচে ছিলেন।

৪. শ্রী কিষাণ লালের মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কিছু বিরোধ দেখা দিয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায়, পক্ষগুলি বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য সালিশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাদের ১১টি সম্পত্তির বিচার ও বণ্টনের জন্য পাঁচজন সালিসকারী নিয়োগ করা হয়েছিল।

৫.১৮.০২.২০১০ তারিখে, সালিসকারীরা সম্পত্তি এবং ব্যবসার বিভাজনের জন্য একটি সর্বসম্মত পুরস্কার পাস করে। পক্ষগুলি ২১.০২.২০১০-এ পুরস্কার গ্রহণ করে। পক্ষগুলির দ্বারা পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়ে কোনও বিরোধ নেই।

৬. উত্তরদাতারা অভিযোগ করেন যে, পুরস্কার ঘোষণার পর, আবেদনকারীরা অসৎ বিশ্বাসে উত্তরদাতাদের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেন। উত্তরদাতাদের মতে, আবেদনকারীরা উত্তরদাতা নং ১-কে কিছু অতিরিক্ত সম্পত্তি দিতে সম্মত হন, যা পুরস্কারে প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে বেশি ছিল। উত্তরদাতারা অভিযোগ করেন যে, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার পরে, আবেদনকারীদের উপহার কার্যকর করতে হবে এবং সমঝোতা স্মারক কার্যকর করার জন্য কাজগুলি ছেড়ে দিতে হবে। তবে, আবেদনকারীরা সমঝোতা স্মারক দ্বারা বিবেচিত উপহার এবং মুক্তি দলিলগুলি কার্যকর করতে বিলম্ব করেছিলেন।

৭. ইতিমধ্যে, সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারার অধীনে একটি রায়কেবিরোধিতা করার জন্য তিন মাসের সময়সীমা এবং ৩০ দিনের বর্ধিত সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে, আপিলকারীরা পুরস্কার কার্যকর করার জন্য একটি এক্সিকিউশন পিটিশন (ইপি) দায়ের করেছিলেন। ট্রায়াল কোর্ট বলেছিল যে ইপি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। আপিলের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের আদেশটি বাতিল করে দেয় এবং রায় দেয় যে এক্সিকিউশন পিটিশনটি রক্ষণযোগ্য এবং গুণমানের ভিত্তিতে এটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ট্রায়াল কোর্টকে নির্দেশ দেয়।

৮. যখন উত্তরদাতারা বুঝতে পারেন যে, আপীলকারীরা সমঝোতাপত্র দ্বারা বিবেচিত উপহার দলিল বাস্তবায়নে বিলম্ব করছেন, তখন উত্তরদাতারা আর্বিট্রেশন আইনের ৩৪ (৩) ধারার অধীনে পুরস্কার বাতিল করার জন্য আবেদন করেন। এই ফাইলিংটি ছিল উত্তরদাতাদের দ্বারা পুরস্কার প্রাপ্তির ২৩৬ দিন পরে। আবেদনটির সাথে সীমা আইনের ৫ ধারার অধীনে ২৩৬ দিনের বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আরেকটি আবেদন ছিল। বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদনে, উত্তরদাতারা অভিযোগ করেন যেঃ

ক. ২১.০২.২০১০ তারিখে উত্তরদাতাদের উপর রায় প্রদান করা হয়েছিল;

খ .তারা সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং সালিসি আইনের অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপত্তি দায়ের করার আইনি প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

গ. যেহেতু তাঁরা এই পুরস্কারে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তাঁরা বিজ্ঞ সালিসকারীদের সামনে আপত্তি তুলেছিলেন। সালিসকারীরা সমস্ত পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সমঝোতা করেছিলেন। তদনুসারে, পক্ষগুলি একটি সমঝোতা স্মারকে প্রবেশ করেছিল। সমঝোতা স্মারকে উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে উপহার দলিল এবং মুক্তি দলিল কার্যকর করার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। তবে, আবেদনকারীরা তাদের অধিকারকে পরাজিত করার অভিপ্রায় নিয়ে 'সমঝোতা স্মারক' অনুসারে প্রয়োজনীয় নথি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ঘ. উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন এক মাসের জন্য শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।

৯. উপরোক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের বিচারাধীন থাকাকালীন, বিলম্বের জন্য ক্ষমা চেয়ে, বিবাদীরা আরেকটি আবেদন দাখিল করেন, যার নাম ছিল আই.এ. নং ১৯৭৭, ২০১১, আই.এ. নং ৫৯৮, ২০১১, যাতে ট্রায়াল কোর্টের নির্দেশ চাওয়া হয় যাতে সাব-রেজিস্ট্রার, চারমিনারকে সমঝোতা স্মারকের সত্যতা প্রমাণ করা যায় এবং আপিলকারীদের দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগের বিরোধিতা করা হয়, যা ০৯.০৪.২০১০ তারিখের স্মারকের জালিয়াতি এবং জালিয়াতি সম্পর্কিত। বর্ণনার সম্পূর্ণতার জন্য, বলা যেতে পারে যে অতিরিক্ত আই.এ., যা ২০১২ সালের আই.এ. নং ২১০ এবং ২১১, নথিতে আনার জন্য বিবাদীর দ্বারা চাওয়া হয়েছিল।

১০. ২১.০২.২০১২ তারিখের আদেশে, বিচার আদালত ২০১১ সালের আইএ নং ৫৯৮ খারিজ করে দেয়, যা ধারা ৩৪ আবেদন দায়ের করতে বিলম্বের ক্ষমা সম্পর্কিত। ট্রায়াল কোর্ট উপরে উল্লিখিত আবেদনটি খারিজ করার সময়, এর অধীনে যুক্তি দেখায়।

i. আদালত সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সময়ের বাইরে সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না।

ii. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কোম্পানির উপর নির্ভরতা স্থাপন, (২০০১) ৮ এস. সি. সি ৪৭০ এবং কন্সোলিডেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ বনাম প্রধান সচিব, সেচ বিভাগ, (২০০৮) ৭ এস. সি. সি ১৬৯-এ বলা হয়েছে যে সালিসি আইনের ৩৪ ধারার ভাষাটি তার অধীনে প্রদত্ত সময়কালকে কঠোরভাবে মেনে চলা বাধ্যতামূলক করে এবং এর বাইরে সম্প্রসারণ কোনও পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না। অতএব, সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারা প্রযোজ্য ছিল না।

iii. এই মাননীয়া আদালতের উপরোক্ত রায় এবং সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারার বিধানের ভিত্তিতে, সিটি সিভিল কোর্ট রায় দিয়েছে যে সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩-এর ৫ ধারার কোনও আবেদন নেই, কারণ আদালতের তিন মাস এবং ত্রিশ দিনের বেশি বিলম্বকে ক্ষমা করার কোনও ক্ষমতা নেই। কেবল এই ভিত্তিতেই, ধারা ৩৪-এর অধীনে দায়ের করা আপত্তিগুলি খারিজ হওয়ার যোগ্য ছিল।

iv, যে বিচার আদালত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে যে উত্তরদাতা (আপত্তিকারী) অসুস্থতার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে আপত্তি দায়ের করতে অক্ষম ছিলেন এবং এই ধরনের দাবি প্রমাণ করার জন্য কোনও চিকিৎসা শংসাপত্র সরবরাহ করা হয়নি।

v. সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত প্রযুক্তিগত দিকগুলি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে আইনের অজ্ঞতা ক্ষমাযোগ্য ছিল না।

vi. উপরন্তু, বিচার আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক নয় এমন ব্যতিক্রম তৈরি করতে ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি ব্যবহার করা যাবে না।

আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে বিচার আদালত যদিও ০৯.০৪.২০১০ তারিখের সমঝোতা স্মারকের অস্তিত্ব এবং ধারা ৩৪ আবেদন দায়ের করতে উত্তরদাতার বিলম্বের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছে, বিচারিক আদালতের আদেশে সীমা আইনের ধারা ১৭ এর প্রযোজ্যতা সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট আলোচনা নেই।

উপরন্তু, উত্তরদাতাদের দায়ের করা অন্যান্য অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনগুলিও ফলস্বরূপ খারিজ করা হয়েছিল।

১১। বরখাস্তের ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতারা অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের কাছে ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে চারটি দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার আবেদন পেশ করেন, যা ছিল ২০১২ সালের সি. আর. পি. নং ২১৫১,২২৪৬,২৩৮৩ এবং ২৪৫৮, ১৮.০৬.২০১২ তারিখের বিতর্কিত আদেশ দ্বারা, উচ্চ আদালত সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি আবেদনে সীমা আইনের ১৭ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কিত বিষয়টি ট্রায়াল কোর্টে প্রেরণ করে। উচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে

"যদিও উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী মিঃ কে. প্রভাকর যুক্তি দিতে চেয়েছিলেন যে যখন আইনের ৫ ধারা বাদ দেওয়া হয়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইনের ১৭ ধারাও বাদ পড়ে যায়, আমি এই বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকি, কারণ এই আদালত যথাযথ পর্যায়ে এটি পরীক্ষা করার আগে প্রথমে নিম্ন আদালত দ্বারা এটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই সংক্ষিপ্ত ভিত্তিতে,

আমি মনে করি যে আবেদনকারীদের উপরে উল্লিখিত আবেদনগুলি বিবেচনা করার জন্য বিষয়টি হায়দ্রাবাদের সিটি সিভিল কোর্টের বিদ্বান প্রধান বিচারপতির কাছে ফেরত পাঠানো ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত। আইনের ১৭ ধারার বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা বা অন্যথায়, অতএব, এই দিকগুলিতে কোনও মতামত প্রকাশ না করে, বিদ্বান প্রধান বিচারককে এই আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে কেবল এই সীমিত পরিমাণে মামলাটি পুনর্বিবেচনা করতে এবং উভয় পক্ষের শুনানি

করার পরে একটি নতুন আদেশ পাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে অন্যান্য দিকগুলির ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের আদেশগুলি নিশ্চিত করা হয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১২। তারিখে হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত রিমান্ড আদেশে ক্ষুব্ধ কার্যধারায় সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা, আপিলকারীরা এই আপিলগুলিতে এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন,

১৩. এই মামলার অন্য কোনও দিক নিয়ে আলোচনা করার আগে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা হাইকোর্টের সঙ্গে একমত হতে পারতাম, যেখানে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা বিবেচনা করার জন্য স্বাভাবিক নিয়মে রিমান্ডের প্রয়োজন হতে পারে, কারণ ট্রায়াল কোর্টের আদেশে কারণগুলির আপাত অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তবে, এই ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে।

যদি বিষয়টি আদালতে ঝুলে থাকে, তাহলে এই ধরণের বিলম্বের ফলে দ্রুত বিচার প্রদান ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে । আমরা ইতিবাচকভাবে পক্ষগুলিকে বেশ কয়েকবার একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তি করতে রাজি করিয়েছিলাম এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের পক্ষগুলিকে মধ্যস্থতার জন্য উল্লেখ করতে এবং কয়েক দশকের মামলা এড়াতে তাদের ভাল অফিস ব্যবহার করতে বলেছিলাম। তবে, আমাদের প্রচেষ্টা কোনও ক্ষেত্রেই খুব বেশি সাফল্য পায়নি।

১৪, উচ্চ আদালত সালিসি আইনের ৩৪ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার প্রয়োগযোগ্যতার আইনি বিষয়টি পরীক্ষা করতে পারত। এটি আইনের একটি বিশুদ্ধ প্রশ্ন। শুধুমাত্র যদি সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারাটি ৩৪ ধারার আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে বর্তমান মামলার ১৭ ধারার উপাদানগুলির প্রকৃত সন্তুষ্টির প্রশ্ন এবং ফলস্বরূপ ট্রায়াল কোর্টে রিমান্ডের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে।

১৫, আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী, শ্রী দেবংশ এ. মোহতা যুক্তি দিয়েছিলেন যে-

i. সালিসি আইনের ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুধুমাত্র পক্ষগুলির দ্বারা পুরস্কার প্রাপ্তির পরে শুরু হয় এবং সীমাবদ্ধতা আইনের ২৯ (২) ধারার আলোকে সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে প্রদত্ত একটি ভিন্ন সূচনা বিন্দু দ্বারা এটি হ্রাস করা যায় না।

ii, সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারার অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল 'অবিচ্ছেদ্য' এবং ক্রমাগত চলতে বোঝানো হয়।

iii, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের দ্রুত এবং কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রয়োজন।

iv, পপুলার কনস্ট্রাকশন কেস (উপরে) এবং কনসোলিডেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং কেস (উপরে)-এর আদেশ যেখানে 'নির্দিষ্ট সময়ের' উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন

v. সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারায় পাওয়া 'সালিসি পুরস্কার পেয়েছে' অভিব্যক্তিটি সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার প্রয়োগযোগ্যতা স্পষ্টভাবে বাদ দেয়।

vi. এই আদালতের উচিত কোনও ব্যক্তিকে ব্যবস্থা নিতে বাধা দেওয়ার থেকে পদক্ষেপের অধিকার গোপন করার মধ্যে পার্থক্যকে উপলব্ধি করা,

১৬. অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের আইনজীবী জনাব যশরাজ সিং দেওরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে-

i, পপুলার কনস্ট্রাকশন কেস (উপরে) এবং কনসোলিডেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং কেস (উপরে)-এর অধীনে প্রদত্ত যুক্তি স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭-এর প্রয়োগযোগ্যতা নির্দেশ করে, যা সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৪-এর প্রয়োগযোগ্যতার অনুরূপ।

ii, আদালতের সামনে সমস্ত কার্যধারার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইন প্রযোজ্য

iii, এটা স্পষ্ট যে ৩৪ (৩) ধারার অধীনে সালিসি আইন সীমাবদ্ধতা আইনের ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে উপস্থাপিত সময়ের চেয়ে আলাদা সময়ের জন্য বিধান করে, সেই অনুযায়ী, বিশেষ আইনটি ততদূর পর্যন্ত প্রাধান্য পাবে যতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধতার সময়কালের বিষয়টি অনুমান করা হয়। তবে, 'সীমাবদ্ধতার সময়কালের গণনা' বা 'নির্ধারিত সময়কালে' পৌঁছানোর জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারার বিধানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হবে যদি না সেগুলি বিশেষ আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়।

iv. যে উত্তরদাতাদের পক্ষে এটি অত্যন্ত অসমতাপূর্ণ ছিল, যারা তাদের অধিকার প্রয়োগের জন্য এই মামলাটি অনুসরণ করা থেকে উত্তরদাতাদের লাইনচ্যুত করার জন্য আপিলকারীদের দ্বারা গৃহীত খারাপ বিশ্বাসের আলোচনার শিকার হয়েছিল,

১৭. আমরা উভয় পক্ষের পরামর্শগুলি দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি, এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানগুলিও পর্যবেক্ষণ করেছি

১৮, সালিশ আইনের ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে সীমাবদ্ধতা সময়কাল নির্ধারণের সময় সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭ প্রযোজ্য কিনা তা এখন আমাদের পরীক্ষা করতে হবে?

১৯। এই বিশ্লেষণ অবশ্যই সীমাবদ্ধতা আইনের ২৯ (২) ধারা থেকে শুরু করতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে

২৯ (২) কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইন কোন মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমা থেকে ভিন্ন সময়সীমা নির্ধারণ করলে, ধারা ৩-এর বিধানগুলি এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যেন সেই সময়সীমা তফসিল দ্বারা নির্ধারিত সময়কাল এবং কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা কোনও মামলা, আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত কোনও সীমাবদ্ধতার সময় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, <u>ধারা ৪ থেকে ২৪-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি কেবল ততদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে. এবং যতদূর পর্যন্ত সেগুলি সেই বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয় না।</u>

(জোর যোগ করা হয়েছে)

২০. ধারা ২৯ (২) কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই দুটি অংশের মধ্যে সংযোগটি "এবং" উক্ত বিধানে স্পষ্ট। বিদ্যাচরণ শুক্লা বনাম খুবচাঁদ বাঘেল, [১৯৬৪] ৬ এস. সি. আর ১২৯ মামলায় এই আদালতের পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ এই দুটি অংশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা করেছিল।

২১. প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, বিশেষ আইন বা স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সময়সীমা সীমাবদ্ধতা আইনের তফসিলে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সময়ের উপর প্রাধান্য পাবে। এই ক্ষেত্রে, সালিসি আইন একটি "বিশেষ আইন" যা ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে পাস হওয়া সালিসি রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করার জন্য ধারা ৩৪ (৩)-এ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে এবং ফলস্বরূপ সালিসি আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, সালিসি আইনের অধীনে পাস হওয়া রায়কেবিরোধিতা করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে কোনও বিধান নেই।

২২. দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, সীমাবদ্ধতা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারা সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য হবে "শুধুমাত্র এতদূর পর্যন্ত, এবং যতদূর পর্যন্ত সেগুলি এই জাতীয় বিশেষ বা স্থানীয় আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয় না।" "এইভাবে সীমাবদ্ধতা আইনের ৪ থেকে ২৪ ধারার প্রয়োগের পরিমাণ কেবল মধ্যস্থতা আইনের অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণের জন্য প্রযোজ্য হবে যদি সেগুলি সালিশ আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া না হয়।

২৩. আমরা সচেতন যে এই আদালত বেশ কয়েকটি রায়ে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৪ ধারাকে সালিসি আইনের ৩৪ ধারায় প্রসারিত করেছে এবং এর ফলে এমন একটি আদালতে কার্যধারা অনুসরণে অযৌক্তিকভাবে ব্যয় করা সময় বাদ দেওয়া হয়েছে যার এখতিয়ারের অভাব রয়েছে। **(গোয়া রাজ্য বনাম ওয়েস্টার্ন বিল্ডারস (২০০৬) অনুচ্ছেদ ২৫-এ ৬ এস. সি. সি ২৩৯; কন্সোলিডেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ বনাম প্রধান সচিব, সেচ বিভাগ, (২০০৮) অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৯-এ ৭ এস. সি. সি ১৬৯; কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ¥. উজ্জ্বল ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, (২০১১) অনুচ্ছেদ ৬-এ ১ এস. সি. সি ১১৭; এমপি হাউজিং বোর্ড বনাম মোহনলাল এবং কোং, (২০১৬) অনুচ্ছেদ ১৩-এ ১৪ এস. সি. সি ১৯৯)।** একইভাবে, এই আদালত সীমাবদ্ধতা আইনের ১২ ধারাকেও সালিসি আইনে প্রসারিত করেছে এবং যেদিন ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে শুরুর সময়কাল গণনা থেকে পুরস্কার গ্রহণ করা হয়েছিল সেই দিনটিকে বাদ দিয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই মামলাগুলির কোনওটিতেই এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি যে সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার প্রকল্পটি সালিসি আইনের ৩৪ ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা।

২৪.এই ঘোষণাগুলির উপর নির্ভর করে, উত্তরদাতাদের কৌঁসুলি জোর দিয়েছিলেন যে সালিসি আইনে ১৭ ধারার কোনও স্পষ্ট বর্জন নেই এবং তাই ধারা ৩৪ (৩), এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণ করার সময় সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার সুবিধা বাড়ানো উচিত।

২৫. এর জন্য আমাদের সীমাবদ্ধতা আইনের ২৯ (২) ধারায় "প্রকাশ্য বর্জন" বাক্যাংশটি বিবেচনা করতে হবে। এই আদালত একাধিক মামলায় রায় দিয়েছে যে প্রকাশ্য বর্জনটি বিশেষ আইনের ভাষা থেকে অনুমান করা যেতে পারে বা এটি অবশ্যই বিশেষ আইনের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য থেকে বোঝানো যেতে পারে।

২৬. বিদ্যাচরণ শুক্লা বনাম খুবচাঁদ বাঘেল, এ. আই. আর ১৯৬৪ এস. সি. ১০৯৯-এর পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ "প্রকাশ্য বর্জন" বাক্যাংশটির ব্যাখ্যা করে বলেছেঃ

"যুক্তিটি হল যে, আইনের ১১৬-এ ধারার উপ-ধারা (৩)-এ কেবল এই ধরনের আপিলের জন্য সীমাবদ্ধতার সময়সীমারই বিধান নেই, সেইসঙ্গে যে পরিস্থিতিতে বিলম্বকে ক্ষমা করা যেতে পারে, তা ইঙ্গিত করে যে, সীমাবদ্ধতা আইনের সাধারণ বিধানগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই যুক্তির দুটি উত্তর রয়েছে। প্রথমত, সীমাবদ্ধতা আইনের ২৯ (২) (এ) ধারাটি স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়ার কথা বলে তবে আইনের ১১৬-এ ধারার উপ-ধারা (৩)-এ কোনও স্পষ্ট বাদ দেওয়া নেই; দ্বিতীয়ত, যে শর্ত থেকে একটি অন্তর্নিহিত বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা এই ধরনের কোনও -এর দিকে পরিচালিত করে না।

২৭. এই নীতিটি হুকুমদেব নারায়ণ যাদব বনাম ললিত নারায়ণ মিশ্র, (১৯৭৪) ২ এস. সি. সি ১৩৩-তে আরও স্পষ্ট করা হয়েছিল, যেখানে তিন বিচারপতির একটি বেঞ্চ বলেছিলঃ

"আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে "স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া" শব্দগুলির অর্থ হ 'ল সীমাবদ্ধতা আইনের নির্দিষ্ট বিধানগুলির জন্য বিশেষ বা স্থানীয় আইনে অবশ্যই একটি স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে যার কার্যকারিতা বাদ দিতে হবে। যথারীতি অভিধানে দেওয়া অর্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে, তবে আমাদের যা দেখতে হবে তা হ' ল বিশেষ আইনের পরিকল্পনা, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আইন এবং তাতে প্রদত্ত প্রতিকারের প্রকৃতি এমন কিনা যে আইনসভা এটিকে নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড হিসাবে চেয়েছিল যা কেবল তার দ্বারা প্রদত্ত বেশ কয়েকটি বিষয় পরিচালনা করবে। যদি প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে সীমাবদ্ধতা আইনের বিধানগুলি অপরিহার্যভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তাহলে আইনের বিধানের পরিপূরক হিসেবে এর দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাগুলিকে সাহায্য করা যাবে না। আমাদের মতে, এমনকি এমন একটি ক্ষেত্রেও যেখানে বিশেষ আইন সীমানা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধানগুলিকে স্পষ্ট রেফারেন্সের মাধ্যমে বাদ দেয় না, তবুও আদালতের কাছে এটি পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে যে এই বিধানগুলির প্রকৃতি বা বিশেষ আইনের বিষয়বস্তু এবং পরিকল্পনার প্রকৃতি তাদের কার্যকারিতা বাদ দেয় কিনা। (জোর দেওয়া হয়েছে)

২৮.শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার বনাম হঙ্গো ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড, (২০০৯) ৫ এস. সি. সি ৭৯১-এর তিন বিচারপতির একটি বেঞ্চ এই নীতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেছিলঃ

"আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে "স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া" শব্দগুলোর অর্থ হলো, 'বিশেষ বা স্থানীয় আইনে সীমানা আইনের নির্দিষ্ট বিধানের স্পষ্ট উল্লেখ থাকা আবশ্যক, যার কার্যক্রম বাদ দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে, আমাদের 'বিশেষ আইনের পরিকল্পনা দেখতে হবে, যা এই ক্ষেত্রে 'কেন্দ্রীয় আবগারি আইন'। এতে প্রদত্ত প্রতিকারের প্রকৃতি এমন যে, আইনসভা এটিকে নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড হিসেবে দেখতে চেয়েছিল, যা কেবল তার দ্বারা প্রদত্ত বেশ কয়েকটি বিষয় পরিচালনা করবে। যদি, প্রাসঙ্গিক বিধান পরীক্ষা করে, এটি স্পষ্ট হয় যে সীমানা আইনের 'বিধানগুলি অপরিহার্যভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে এতে প্রদত্ত সুবিধাগুলিকে আইনের বিধানগুলির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। আমাদের বিবেচনাধীন দৃষ্টিতে, এমনকি যদি বিশেষ আইন সীমানা আইনের ধারা ৪ থেকে ২৪ এর বিধানগুলিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বাদ না দেয়, তবুও আদালতের কাছে এটি পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে যে ঐ বিধানগুলির প্রকৃতি বা বিশেষ আইনের বিষয়বস্তু এবং পরিকল্পনার প্রকৃতি তাদের কার্যকারিতাকে বাদ দেয় কিনা। অন্য কথায়, সীমানা আইনের বিধানগুলির প্রযোজ্যতা সীমানা আইনের শর্তাবলী থেকে নয় বরং উচ্চ আদালতে আবেদন দাখিল করার সাথে সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের বিধান দ্বারা বিচার করা হবে।

২৯. এই আদালত ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কোং, (২০০১) ৮ এস. সি. সি ৪৭০ ৪৭৪ পৃষ্ঠায়; ছত্তিশগড় রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন, (২০১০) ৫ এস. সি. সি ২৩ অনুচ্ছেদ ৩২-এ; গোপাল সর্দার বনাম করুণা সর্দার, (২০০৪) ৪ এস. সি. সি ২৫২ অনুচ্ছেদ ১৩-এ এই নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

৩০. সুতরাং, তদন্তটি হল-সালিসি আইনের পাঠ্য বা পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা সময়কাল নির্ধারণের সময় সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার প্রয়োগকে বাদ দেয় কিনা?

৩১। তাই আমাদের সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারার সঙ্গে সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারার তুলনা করতে হবে। ১৭ ধারার প্রাসঙ্গিক অংশে বলা হয়েছে

১৭. জালিয়াতি বা ভুলের প্রভাব-

(১) যেখানে, কোন মামলা বা আবেদনের ক্ষেত্রে যার জন্য একটি সীমাবদ্ধতার সময়কাল এই আইন দ্বারা নির্ধারিত-

(ক) মামলা বা আবেদন জালিয়াতির উপর ভিত্তি করে আসামী বা উত্তরদাতা বা তার প্রতিনিধি; অথবা

খ) যে অধিকার বা স্বত্বের উপর মামলা বা আবেদন প্রতিষ্ঠিত, সেই জ্ঞান পূর্বোক্ত ব্যক্তির প্রতারণার মাধ্যমে গোপন করা হয়; অথবা

(গ) মামলা বা আবেদন একটি এর পরিণতি থেকে স্বস্তির জন্য। ভুল; অথবা

(ঘ) যেখানে বাদী বা আবেদনকারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও নথি প্রতারণামূলকভাবে তার কাছ থেকে গোপন করা হয়েছে,

সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাদী বা না হওয়া পর্যন্ত চলতে শুরু করবে না। আইক্যান্ট জালিয়াতি বা ভুলটি আবিষ্কার করেছে বা যুক্তিসঙ্গত অধ্যবসায়ের সাথে এটি আবিষ্কার করতে পারে; অথবা কোনও গোপন নথির ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না বাদী বা আবেদনকারীর কাছে গোপন নথিটি উপস্থাপন করার বা তার উপস্থাপনা বাধ্যতামূলক করার উপায় ছিলঃ

৩২। ধারা ১৭ সীমাবদ্ধতার সময়কাল বাড়ায় না বা ভঙ্গ করে না। এটি কেবল সীমাবদ্ধতার সময়কালের সূচনা স্থগিত বা বিলম্বিত করে। "সীমাবদ্ধতার সময়কাল চলতে শুরু করবে না" এই বাক্যাংশ থেকে এটি স্পষ্ট।

৩৩। এর বিপরীতে, সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারায় বলা হয়েছে

৩৪. সালিসী রায় বাতিল করার আবেদন-

.....

(৩) আবেদনকারী পক্ষ সালিসী রায় প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে

অথবা ধারা ৩৩ এর অধীনে অনুরোধ করা হলে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুরোধ নিষ্পত্তির তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে বাতিলের আবেদন করা যাবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারীকে এর মধ্যে আবেদন করতে পর্যাপ্ত কারণে বাধা দেওয়া হয়েছিল তিন মাসের উক্ত সময়কালে এটি আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন বি গ্রহণ করতে পারে, তবে তার পরে নয় (জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৪। ধারা ৩৪ (৩) সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করার যোগ্য এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই তুলে ধরতে হবেঃ

(ক) ধারা ৩৪ সালিসি আইনের প্রথম অংশের অধীনে প্রদত্ত রায়কেবিরোধিতা করার একমাত্র প্রতিকার। ধারা ৩৪ (৩) একটি সীমাবদ্ধতার বিধান, যা প্রতিকারের বিধানের মধ্যে অন্তর্নির্মিত। সালিসি আইনের প্রথম অংশের অধীনে প্রদত্ত রায়কেবিরোধিতা করার জন্য সীমাবদ্ধতার সময়কাল চিহ্নিত করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইন বা অন্য কোনও বিধানের দিকে নজর দিতে হবে না।

(খ) ধারা ৩৪ (৩)-এ সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু করার সময়সীমাও দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে সময় থেকে কোনও আবেদনকারী পক্ষ "সালিসী পুরস্কার পেয়েছিল" বা ধারা ৩৩-এর অধীনে পুরস্কারের সংশোধন ও ব্যাখ্যার জন্য কোনও অনুরোধ নিষ্পত্তি করেছিল।

(গ) ধারা ৩৪(৩) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যে, কোনো পুরস্কার বাতিল করার জন্য আবেদন দাখিল করা যাবে না যদি পুরস্কারের প্রাপ্তির তারিখ বা ধারা ৩৩-এর অধীনে করা অনুরোধ নিষ্পত্তির তারিখ থেকে তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ধারা ৩৪(৩) বাক্যাংশ ব্যবহার করে "একটি আবেদন দাখিল করা যাবে না যদি তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়"। এই বাক্যাংশটি ইউএনসিআইটিআরএল মডেল আইন থেকে গৃহীত হয়েছে এবং এর অর্থ বোঝানো হয়েছে "দাখিল করা যাবে না"। সিঙ্গাপুরের উচ্চ আদালত এবিসি কো. লিমিটেড বনাম এক্সওয়াইজেড কো. লিমিটেড, [২০০৩] এসজিএইচসি ১০৭-এ এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

"এই আলোচনার সূচনা বিন্দুটি অবশ্যই মডেল আইন হতে হবে। সময়ের দিক থেকে, ধারা ৩৪(৩) সংক্ষিপ্ত। এটি কেবল এটুকুই বলে যে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে তিন মাস পরে আবেদন করা যাবে না।"

"আবেদনকারী পক্ষ যে তারিখে রায় পেয়েছে সেই তারিখ থেকে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে অথবা যদি ৩৩ অনুচ্ছেদের অধীনে অনুরোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুরোধটি নিষ্পত্তি হওয়ার তারিখ থেকে

তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে বাতিলের আবেদন করা যাবে না। যদিও 'পারে না' কারণ এটি স্পষ্ট যে কোনও রায়কেবিরোধিতা করার সময় সীমিত করা এই ব্যাখ্যাটি মডেল আইনের খসড়া প্রস্তুতকারীদের মধ্যে আলোচনা সম্পর্কিত উপাদান দ্বারা সমর্থিত। আমার কাছে মনে হয় যে তিন মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে দায়ের করা কোনও আবেদন আদালত গ্রহণ করতে পারবে না কারণ ৩৪ অনুচ্ছেদটি সর্বব্যাপী এবং আদালতে একটি রায়কেবিরোধিতা করার একমাত্র ভিত্তি হিসাবে খসড়া করা হয়েছে। এটি সময়কালের কোনও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে না এবং যেহেতু আদালত তার এখতিয়ার অর্জন করে ১০ শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ থেকে আবেদনের শুনানি করে, এই ধরনের বিধানের অনুপস্থিতির অর্থ আদালতকে সময় বাড়ানোর ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি।

(ঘ) ধারা ৩৪ (৩)-এর সীমাবদ্ধতার বিধানে বিলম্বের ক্ষমা করারও বিধান রয়েছে। সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫-এর বিপরীতে, পর্যাপ্ত কারণ দেখানোর পরে কেবল ৩০ দিনের জন্য বিলম্বকে ক্ষমা করা যেতে পারে 'গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ "কিন্তু তার পরে নয়" একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য একটি বাহ্যিক সীমানা সময় নির্ধারণের আইনি অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

(ঙ) সালিসী রায়কেবিরোধিতা করার সময়সীমা বা বর্ধিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে, সালিসি আইনের ৩৬ ধারার অধীনে রায় কার্যকর করার সময়সীমা শুরু হয়। "যেখানে ৩৪ ধারার অধীনে সালিসি রায় বাতিল করার জন্য আবেদন করার সময় শেষ হয়েছে" এই বাক্যাংশ থেকে এটি স্পষ্ট হয়? রায়কেবিরোধিতা করার জন্য ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে নির্ধারিত সময়কাল এবং ৩৬ ধারার অধীনে রায় কার্যকর করার জন্য প্রয়োগের সময়কাল শুরু হওয়ার মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে।

৩৫। যদি সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারা -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল নির্ধারণ করে, এর নিম্নলিখিত পরিণতি হবে

(ক) ধারা ৩৪ (৩)-এ, গণনা সীমাবদ্ধতার জন্য শুরুর সময়কাল হল ধারা ৩৩ (অর্থাৎ সংশোধন/ অতিরিক্ত পুরস্কার)-এর অধীনে পুরস্কার প্রাপ্তির তারিখ বা অনুরোধ নিষ্পত্তির তারিখ।

---

৩৬. বলবৎকরণ।—যেখানে ধারা ৩৪ এর অধীনে সালিসী রায় বাতিল করার জন্য আবেদন করার সময় শেষ হয়ে গেছে, অথবা এই ধরনের আবেদন করার পরেও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, সেখানে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ এর ৫) এর অধীনে রোয়েদাদটি আদালতের ডিক্রির মতোই কার্যকর করা হবে।

যদি ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল গণনা করার জন্য ধারা ১৭ প্রয়োগ করা হয়, তবে সীমাবদ্ধতার প্রারম্ভিক সময়কাল হবে অভিযুক্ত জালিয়াতি বা ভুল আবিষ্কারের তারিখ। ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সূচনা বিন্দু সীমাবদ্ধতা আইন থেকে আলাদা হবে।

(খ) ধারা ৩৪ (৩)-এর শর্তাবলী একটি আদালতকে তিন মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য একটি আবেদন গ্রহণ করতে সক্ষম করে, তবে কেবলমাত্র ত্রিশ তারিখের অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে, কিন্তু তার পরে নয়। "" তবে তার পরে নয় "বাক্যাংশের ব্যবহার দেখায় যে ১২০ দিনের সময়কাল একটি 'পুরস্কার' কেবিরোধিতা করার জন্য বাইরের সীমানা। যদি ধারা ১৭ প্রয়োগ করা হয়, তবে একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য বাইরের সীমানা ১২০ দিনের বাইরে যেতে পারে।" কিন্তু তারপর নয় "বাক্যাংশটিকে অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক হিসাবে অনুবাদ করা হবে। এই আদালত ধারাবাহিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারার বিধানে "কিন্তু তার পরে নয়" শব্দগুলি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির এবং নেতিবাচক ভাষায় যুক্ত, যা সন্দেহের কোনও জায়গা রাখে না। (হিমাচল প্রদেশ রাজ্য বনাম হিমাচল টেকনো ইঞ্জিনিয়ার্স এবং আরেকজন , (২০১০) ১২ এস. সি. সি ২১০, অসম আরবান ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যুয়ারেজ বোর্ড বনাম সুভাষ প্রজেক্টস এবং মার্কেটিং লিমিটেড, (২০১২) ২ এস. সি. সি ৬২৪ এবং এল. আর. ওয়াই- এর মাধ্যমে অনিতকুমার জিনাভাই প্যাটেল (ডি)। প্রবীনচন্দ্র জিনাভাই প্যাটেল ও অন্যান্য (২০১৮) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ২৭৬)

৩৬. আমাদের দৃষ্টিতে, সালিসি আইনের ধারা ৩৪ (৩)-এর ভাষার সঙ্গে উপরোক্ত অসঙ্গতিগুলি সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭-এর "সুস্পষ্ট বর্জন"-এর সমতুল্য।

৩৭. ৪৭৪ পৃষ্ঠায় জনপ্রিয় নির্মাণ মামলার (উপরে) এই আদালত একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল যখন এটি সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারা স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করার জন্য "কিন্তু তারপর নয়" বাক্যাংশের উপর নির্ভর করেছিল।

১২. ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩৪-এর ভাষার বিষয়ে, উপধারা (৩)-এর প্রোভাইজোতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি হলো “কিন্তু তার পরে নয়”। আমাদের মতামত অনুযায়ী, এই বাক্যাংশটি সীমা নির্ধারণ আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ২৯(২)-এর অর্থে একটি স্পষ্ট বর্জনের সমান এবং তাই উক্ত আইনের ধারা ৫-এর প্রয়োগ নিষিদ্ধ করবে। সংসদকে এর চেয়ে বেশি কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। যদি আদালত প্রোভাইজোতে বর্ণিত বর্ধিত সময়সীমার পরেও পুরস্কার বাতিল করার আবেদন গ্রহণ করতে পারে বলে ধরা হয়,

তবে "কিন্তু তার পরে নয়" বাক্যাংশটি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যাবে। ব্যাখ্যার কোনো নীতি এমন ফলাফলকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে না।

(জোর যোগ করা হয়েছে)

৩৮, উপরন্তু, ধারা ১৭-এর বাদ দেওয়া অপরিহার্যভাবে বোঝানো হয় যখন কেউ সালিসি আইনের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের দিকে তাকায়।

৩৯. প্রথমত, সালিসি আইনের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা। উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে সালিসি আইন প্রণয়নের আইনি অভিপ্রায় ছিল পক্ষগুলিকে একটি দক্ষ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রদান করা যা মামলা-মোকদ্দমার দ্রুত সমাধানের পাশাপাশি আদালতের বোঝা হ্রাস করে। অনুচ্ছেদ ৩৪ (৩) এই অভিপ্রায়কে প্রতিফলিত করে যখন এটি কোনও রায়কেবিরোধিতা করার জন্য শুরু এবং সমাপ্তির সময়কালকে সংজ্ঞায়িত করে। এই আদালত জনপ্রিয় নির্মাণ মামলায় (উপরে) সালিসি আইনের অধীনে নির্দিষ্ট সময়কালের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। আমরা আরও যোগ করতে পারি যে, চূড়ান্ততা সালিসি আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি মৌলিক নীতি এবং একটি পুরস্কারকেবিরোধিতা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা, যা চূড়ান্ততা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়। যদি ১৭ ধারা প্রয়োগ করা হয়, তবে ১২০ দিনের পরেও একটি 'পুরস্কার' কেবিরোধিতা করা যেতে পারে। এটি সালিসি আইনের বিরোধের দ্রুত সমাধানের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করবে। পুরষ্কারের চূড়ান্ততাও একটি অচলাবস্থায় থাকবে কারণ একটি পক্ষ ১২০ দিনের পরেও একটি পুরষ্কারকেবিরোধিতা করতে পারে।

৪০। দ্বিতীয়ত, সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারাকে ৩৪ ধারায় সম্প্রসারণ করা সালিসি আইনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটাবে। উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, ৩৬ ধারাটি কোনও পক্ষকে ধারা ৩৪-এর অধীনে কোনও পুরস্কারকেবিরোধিতা করার সময়সীমা শেষ হলে পুরস্কার প্রয়োগের জন্য আবেদন করতে সক্ষম করে। তবে, যদি ধারা ১৭ ধারাটি ৩৪ ধারায় বাড়ানো হয়, তবে ধারা ৩৬-এ "সালিসি পুরস্কার বাতিল করার জন্য আবেদন করার সময়" নির্ধারণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং পুরস্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। এটি সালিসি আইনের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

৪১. তৃতীয়ত, ধারা ৩৪ (৩) অবিচ্ছেদ্যতার নীতি প্রতিফলিত করে। ডঃ, পিটার বাইন্ডার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ এবং সমঝোতার ক্ষেত্রে ইউএনসিআইটিআরএল মডেল আইন বিচারব্যবস্থায়, ২য় 'সংস্করণ, পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"পুরস্কার বাতিল করার জন্য আবেদন শুধুমাত্র আবেদনকারী পক্ষ যে তারিখে পুরস্কার পেয়েছে তার পরের তিন মাসের মধ্যে করা যেতে পারে। যদি কোনও পক্ষ ধারা ৩৩ এর অধীনে রায়ের সংশোধন বা ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ করে থাকে,

তবেই ট্রাইব্যুনাল অনুরোধটি নিষ্পত্তি করার পর তিন মাসের সময়সীমা শুরু হবে। তিন মাসের সময়সীমা থেকে এই ব্যতিক্রমটি ওয়ার্কিং গ্রুপে সমালোচনার বিষয় ছিল এই ভয়ে যে এটি বিলম্বের কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, যদিও "বাতিল করার জন্য আবেদনের জন্য একটি অবিচ্ছেদ্য সময়সীমা" "নিশ্চয়তা এবং সুবিধাজনকতার" জন্য পছন্দসই বলে চাওয়া হয়েছিল, প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে শব্দগুলি বজায় রাখা উচিত "যেহেতু তারা ৩৩ অনুচ্ছেদের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি উপস্থাপন করেছিল। সময়ের "অবিচ্ছেদ্যতা"-সালিসী পুরস্কারের "নিশ্চয়তা ও কার্যকারিতা"- র পরিপ্রেক্ষিতে, তিন মাসের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে যে পুরস্কার উঠে আসে তা বাতিল করার ভিত্তি উত্থাপিত করা যাবে না।

৪২। সীমা আইনের ধারা ১৭ সম্প্রসারণ করা হলে তা সালিশ আইনের ধারা ৩৪(৩) এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত 'অখণ্ডতার' নীতির পরিপন্থী হবে।

৪৩। উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছেন যে যদি ধারা ১৭ ধারা ৩৪ পর্যন্ত প্রসারিত না করা হয়, তবে এটি প্রচুর অবিচারের কারণ হবে এবং পক্ষগুলিকে দুষ্টুমি করার সুযোগ দেবে। উত্তরদাতারা বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন যেখানে পক্ষের জালিয়াতির কারণে, কোনও আপত্তিকারী পক্ষকে কোনও পুরস্কারকেবিরোধিতা করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে এবং ধারা ১৭ সম্প্রসারণ করা এই জাতীয় পক্ষের উদ্ধারে আসবে।

৪৪। উত্তরদাতার যুক্তি ধারা ১৭-এর একটি ভুল ধারণার উপর এগিয়ে যায়। এমনকি যদি ধারা ১৭ ধারাটি ধারা ৩৪-এ প্রসারিত করা হয়, তবে এটি উত্তরদাতার অভিযোগের সমাধান করবে না। ধারা ১৭ সীমাবদ্ধতার সময়কালের শুরুর বিন্দুটি কেবল আবেদনকারীরা জালিয়াতি করেছে বলে পিছিয়ে দেয় না। ধারা ১৭ সমস্ত ধরণের জালিয়াতি এবং ভুলকে অন্তর্ভুক্ত করে না। ধারা ১৭ (১) (খ) এবং (ঘ) কেবল সেই প্রতারণামূলক আচরণ বা নথি গোপন করার কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে যা কোনও পক্ষকে তার আইনি প্রতিকার অনুসরণ করার অধিকার দেয় এমন জ্ঞানকে দমন করার প্রভাব ফেলে। একবার কোনও পক্ষ আইনি কার্যধারা অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ববর্তী তথ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেলে, সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয়।

৪৫. এই নীতিটি **ইয়েসওয়ান্ত দেওরাও দেশমুখ বনাম ওয়ালচাঁদ রামচাঁদ কোঠারি, ১৯৫০ এস. সি. আর ৮৫২** মামলায় এই আদালতের একটি রায় দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। এই মামলার ঘটনাগুলি ব্যাপকভাবে একই রকম। একজন ডিক্রি ধারক সীমাবদ্ধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে (ডিক্রি পাসের ১২ বছর) একটি মৃত্যুদণ্ডের আবেদন দায়ের করেন। সীমার বাধা অতিক্রম করার জন্য, ডিক্রিধারক

অভিযোগ করেছেন যে রায়ের দেনাদার নির্দিষ্ট সম্পদের মালিকানা (ঐ তথ্যগুলিতে সংবাদপত্রের মালিকানা) দমন করে

এবং ১৯০৮ সালের সীমা আইনের ১৮ ধারার (ধারা ১৭ এর সমতুল্য) উপর নির্ভর করে একটি ডিক্রি কার্যকর করতে বাধা দিয়েছেন। এই বিরোধ প্রত্যাখ্যান করে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

১৯. আমাদের মতে, সীমাবদ্ধতা আইনের ১৮ ধারার অধীনে জালিয়াতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বর্তমান মামলায় স্বীকার করা হয়নি বা প্রমাণিতও করা হয়নি। কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে ডিক্রি কার্যকর করার জন্য আবেদন করার অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান গোপন করা নিঃসন্দেহে তার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়ার চেয়ে আলাদা, যার সম্পর্কে তার জ্ঞান রয়েছে। সীমাবদ্ধতা আইনের ১৮ ধারায় পূর্ববর্তী বিকল্পটি তুলে ধরা হয়েছে। জালিয়াতির আবেদন, অর্থাৎ প্রভাত সংবাদপত্রের মালিকানা দমন, হয়নি। তার কাছ থেকে কার্যকর করার জন্য আবেদন করার অধিকার গোপন করে

৪৭. একইভাবে পল্লবশেঠ বনাম কাস্টোডিয়ান, (২০০১) ৭ এস. সি. সি ৫৪৯-এ এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ধারা ১৭ কোনও পক্ষকে "আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য যখন তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাদান ইচ্ছাকৃতভাবে তার কাছ থেকে গোপন করা হয়েছে" ৪৭। ধারা ৩৪-এর প্রসঙ্গে, কোনও পক্ষ পুরস্কার পাওয়ার সাথে সাথেই কোনও পুরস্কারকেবিরোধিতা করতে পারে। একবার কোনও পুরস্কার প্রাপ্তির পরে, কোনও পক্ষের পুরস্কার সম্পর্কে জ্ঞান থাকে এবং সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয়। তাই আপত্তিকারী পক্ষকে ধারা ১৭ (১) (খ) এবং আহ্বান করা থেকে বিরত রাখা হয়। একবার সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭ (১) (ক) এবং (গ) সম্পর্কে অবগত হলে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে, যদি সেগুলি ধারা ৩৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়, কারণ তারা এমন একটি পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে যেখানে আবেদনটি উত্তরদাতার জালিয়াতির উপর "ভিত্তি করে" বা যদি আবেদনটি "ভুলের পরিণতি থেকে স্বস্তির" জন্য হয়। ধারা ৩৪ এর আবেদনটি রায়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি বিবাদীর জালিয়াতির উপর নয় এবং ভুলের পরিণতির প্রতিকার চায় না।

৪৮. প্রতারণামূলক আচরণ যেখানে সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭ আপত্তিকারী পক্ষকে সাহায্য করত সেখানে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে জালিয়াতি হয়েছিল। তবে, এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, ধারা ১৭ অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। যদি পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও জালিয়াতি হয়, তবে ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে পুরস্কার প্রাপ্তির জি _ প্রয়োজনীয়তা সন্তুষ্ট হয় না। পুরস্কার প্রাপ্তির যে কোনও প্রাপ্তি অবশ্যই কার্যকর প্রাপ্তি হতে হবে। ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম টেকো ব্রিচি ইঞ্জিনিয়ার্স এবং কন্ট্রাক্টরস, (২০০৫) ৪ এসসিসি ২৩৯ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যেঃ

যদিও ১৯০৮ সালের সীমা আইনের ধারা ১৮ এবং ১৯৬৩ সালের সীমা আইনের ধারা ১৭ এর লেখায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে, তবুও বর্তমান মামলার প্রাসঙ্গিক বিধান একই রয়ে গেছে।

"৮. ধারা ৩১-এর উপ-ধারা (৫)-এর অধীনে সালিসী রায় প্রদান নিছক আনুষ্ঠানিকতার বিষয় নয়। এটি বস্তুনিষ্ঠ বিষয়। ধারা ৩১-এর অধীনে পর্যায়টি অতিক্রম করার পরেই আইনের ধারা ৩২-এর অর্থের মধ্যে সালিসী কার্যধারা সমাপ্তির পর্যায়টি উদ্ভূত হয়। কার্যকর হওয়ার জন্য পক্ষকে সালিসী রায় প্রদান করতে হবে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এই প্রদান এবং পুরস্কারের পক্ষের রসিদ বেশ

কয়েকটি সীমাবদ্ধতার সময়সীমা নির্ধারণ করে যেমন ধারা ৩৩ (১) এর অধীনে ৩০ দিনের মধ্যে কোনও পুরস্কারের সংশোধন ও ব্যাখ্যার জন্য আবেদন, ধারা ৩৩ (৪) এর অধীনে অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়ার জন্য আবেদন এবং ধারা ৩৪ (৩) এর অধীনে একটি পুরস্কার বাতিল করার জন্য আবেদন ইত্যাদি। যেহেতু পুরস্কারের প্রতিলিপির এই বিতরণ পক্ষের উপর কিছু অধিকার প্রদানের প্রভাব ফেলে এবং সেই তারিখ থেকে গণনা করা নির্ধারিত সময়সীমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সেই অধিকারগুলি প্রয়োগের অধিকারের অবসান ঘটায়, তাই ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পুরস্কারের অনুলিপি সরবরাহ এবং প্রতিটি পক্ষের দ্বারা তার প্রাপ্তি সালিসী কার্যধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় গঠন করে।

৯. রেলের মতো বিশাল সংস্থার প্রসঙ্গে, পুরস্কারের অনুলিপিটি সেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে যার কার্যধারা সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে এবং যিনি সালিসী পুরস্কারটি বোঝার এবং প্রশংসা করার জন্য সেরা ব্যক্তি হবেন এবং ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১) বা (৫) এর অধীনে বা ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে আবেদন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪৯. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে একবার পক্ষটি পুরস্কারটি পেয়ে গেলে, সালিসি আইনের ৩৪ (৩) ধারার অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল শুরু হয়। সীমাবদ্ধতা আইনের ১৭ ধারা, এই ধরনের আপত্তিকারী পক্ষের উদ্ধারে আসবে না।

৫০. বর্তমান ক্ষেত্রে, উত্তরদাতাদের ৩৪ ধারার অধীনে পুরস্কারটি পাওয়ার মুহূর্তেইবিরোধিতা করার অধিকার ছিল। এই ক্ষেত্রে, উত্তরদাতাদের ২১.০২.২০১০-এ পুরস্কারটি গ্রহণ করা হয়েছিল। অভিযুক্ত সমঝোতাপত্রটি ০৯.০৪.২০১০-এ কার্যকর করা হয়েছিল। একবার উত্তরদাতারা পুরস্কারটি পাওয়ার পরে, ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে সময় শুরু হয় এবং পরবর্তী কোনও অক্ষমতা এমনকি সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ১৭ বা ধারা ৯ অনুসারেও গুরুত্বহীন। শুধুমাত্র আপিলকারী কিছু জালিয়াতি করেছেন বলেই, ধারা ৩৪ আবেদন দাখিলের অধিকারী তথ্য যদি বিবাদীদের জ্ঞানের মধ্যে থাকে, তাহলে এটি রায়কে বিরোধিতা করার অধিকারকে প্রভাবিত করবে না।

যে মুহূর্তে উত্তরদাতারা পুরস্কার পেয়েছেন, সেই মুহূর্তে ধারা ৩৪ (৩)-এর অধীনে নির্ধারিত তিন মাসের সময়সীমা শুরু হতে শুরু করে। কোনও পুরস্কারকেবিরোধিতা করে ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদন করা উত্তরদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। অতএব, উপরের আলোচনার আলোকে, অর্থবহ রিমান্ডের কোনও যুক্তি থাকত না কারণ এখানে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে আইনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৫১. উপরোক্ত আইনি অবস্থানের আলোকে, ২০১২ সালের ২১৫১,২২৪৬,২৩৮৩ এবং ২৪৫৮ নম্বর দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার পিটিশনে হাইকোর্টের তারিখের ১৮.০৬.২০১২-এর রায় এবং আদেশটি পাশাপাশি সেট করা হয়েছে, এবং এল. এ.-কে অনুমতি দেওয়ার আদেশও দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালের ৫৯৮ নম্বর আপত্তি দায়ের করার ক্ষেত্রে ২৩৬ দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী এই আপিলগুলি ব্যয় হিসাবে কোনও আদেশ ছাড়াই অনুমোদিত।

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu